সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

ভাগ্য অন্বেষায় ছুটছে দেশের যুব সমাজ। দেশ থেকে দেশান্তরে। বেকারত্ব মোচন করতে অন্য দেশে গিয়ে কাজ খুঁজছে। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার কারণে বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থান সীমিত হয়ে আসছে।

গোটা বিশ্বে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা চলছে সেটির দীর্ঘসূত্রতা প্রভাব ফেলেছে প্রায় সব দেশের চাকরির বাজারে। আইটি এবং হাইটেক, বিমান ও যোগাযোগ, গার্মেন্টস, খাদ্য ইত্যাদি প্রায় সব শিল্পেই দেখা দিয়েছে কর্মী ছাঁটাইয়ের অশুভ সংকেত। পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সম্প্রতি ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত বছর শুধু আইটি ওয়ার্ক ফোর্সের ভেতর থেকেই চাকরি হারিয়েছেন ৫ লাখ ২৮ হাজার জন। আর ১১ সেপ্টেম্বরের পর এয়ারলাইন্স শিল্প খেয়েছে বিশাল ধাক্কা। বিখ্যাত কোম্পানি আমেরিকান এয়ারওয়েজ এক পর্যায়ে সাত হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়। এছাড়া আমেরিকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সেই বিশাল কনজিউমার গোষ্ঠীভিত্তিক যেসব শিল্প বিশ্বের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছিল সেগুলোর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া গার্মেন্টস কারখানাগুলোর অসহায় বেকার শ্রমিকদের দিকে তাকালেই গোটা পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়। ইউরোপ এবং এশিয়ার ইকনোমিক জায়ান্টগুলোর অবস্থাও এখন বেশ নড়বড়ে।

তবে বর্তমান অর্থনীতির মন্দা কেটে গেলে বিশ্ব বাজারে সৃষ্টি হবে বিশাল এক চাকরির বাজার। আগামীতে জার্মানি বিশ হাজার ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করতে যাচ্ছে। আগামীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইটি প্রোফেশনালরা চাকরি পাবেন জার্মানিতে। তারা বেতন পাবেন জার্মান নাগরিকদের মতোই। নতুন চাকরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ইটালিতে। আগামীতে অস্ট্রেলিয়ায় প্রোফেশনাল চাকরির জন্য কয়েকটি ক্ষেত্র এখনও বেশ সম্ভাবনাময়।

অস্ট্রেলিয়ায় একাউন্টিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেলে সৃষ্টি হবে নতুন চাকরির সম্ভাবনা। স্বপ্নের দেশ জাপানেও আইসিটি সেক্টরে আগামীতে প্রয়োজন হবে বিশাল কর্মীবাহিনী। সম্প্রতি জাপানে দেশের ৮ জন আইটি প্রোফেশনাল চাকরি নিয়ে গিয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আগামী পাঁচ বছরে চীনে প্রায় ৫০ হাজার আইটি প্রোফেশনালের প্রয়োজন হবে। চাকরির নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে আফ্রিকা এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে।

বিশ্ববাজারে নতুন চাকরির সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন পূর্ব প্রস্তুতি। নিজেকে তৈরি করে নেয়া। সে দেশের ভাষা শেখা, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, সর্বোপরি অধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাকরির সুযোগ অনুসন্ধান করা। ভিসা পদ্ধতি জেনে নেয়া । দেশটির আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ।

দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি প্রবাসীদের উপার্জিত টাকা। গত অর্থবছরে প্রায় সাড়ে বারো হাজার কোটি টাকা প্রবাসীরা পাঠিয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে সরকারের উচিত আগামীতে সৃষ্ট বিশ্বের চাকরির বাজারে যাতে এ দেশের যুব সমাজ প্রবেশ করতে পারে, তার সার্বিক ব্যবস্থা করা। দেশের যুব সমাজের উচিত নিজেকে প্রস্তুত করা বিশ্ব বাজারে চাকরির সুযোগ গ্রহণের জন্য।

প্রচ্ছদের ছবি : **ডেভিড বারিকদার**